দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন লোকমোর্চার দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন লোকমোর্চার দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের হল রুমে।

দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভায় কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন লোকমোর্চার সভাপতি হেলাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে: এসময় উপস্থিত ছিলেন,কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন লোকমোর্চার সহ-সভাপতি শহিদ বিশ্বাস, সহ-সভাপতি সুমিয়া খাতুন, প্রচার সম্পাদক রতন বিশ্বাস।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক শওকত আলীর সঞ্চালনায়, এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন লোকমোর্চার নির্বাহী সদস্য আহম্মদ আলী, সুদিন সরকার,সাধু মন্ডল, জহিরুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন, আক্তারুজ্জামান, নুর হক, রেজাউল করিম, আতিয়ার রহমান সহ কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন লোকমোর্চার সকল সদস্য বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন,ওয়েভ ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম অফিসার ফরহাদ হোসেন।

সালাম ক্লিনিকের অপারেশন টেবিলে প্রসূতির মৃত্যু

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সামনে দারুস সালাম ক্লিনিকে অপারেশন টেবিলে সুমাইয়া নামের এক প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। গত রবিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সুমাইয়া ঢোলমারী গ্রামের মিলন হোসেনের স্ত্রী। তার ৫ বছরের আরও একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। দুটি শিশুকে অনাথ অবস্থায় রেখে গেলো সুমাইয়া।

নিহত সুমাইয়ার স্বজনরা জানান, রবিবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর উপজেলার ঢোলমারি গ্রামের মিলন হোসেন স্ত্রী সুমাইয়া খাতুনকে দারুস সালাম ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। রাত ১০টার দিকে ক্লিনিকের মালিক ডা. আব্দুস সালাম নিজেই অপারেশন শুরু করেন। তাকে এনেসথেসিয়া হিসেবে সহযোগীতা করেন ডা. শাহেদ আলী। অপারেশন টেবিলেই সুমাইয়ার মৃত্যু হয়েছে এবং তার সদ্য প্রসূত কণ্যা সন্তান জীবিত আছে এবং সুস্থ আছে বলে জানান ডা. সালাম।

এ ব্যাপারে ডা. আব্দুস সালাম জানান, রাত ১০টার দিকে রোগীকে নিয়ে অপারেশন টেবিলে নেওয়ার সময় সে ভয় পায়। তাকে মানসিক ভাবে ভয় ভাঙানোর পর অপারেশন শুরু করা হয়। একসময় তার পেশার, হৃদ স্পন্দন সব নিল হয়ে যায় এবং সাড়ে ১০টা নাগাদ আর তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি বলে স্বীকার করেন।

তবে এনেসথেসিস্ট ডা. শাহেদ আলীর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ না করায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।

এদিকে, এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যবিভাগে অভিযোগের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা যায়।

এ ব্যাপারে সিভিল সার্জন ডা, জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী বলেন, অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাছাড়া তদন্ত করা হবে কিভাবে প্রসূতির মৃত্যু হলো।

কোটচাঁদপুরে মরহুম ডাঃ ফজলে আকবর স্মৃতি ব্যাটমিন্টন

টুনামেন্ট অনুষ্ঠিত

কোটচাঁদপুরে মরহুম ডাঃ ফজলে আকবর স্মৃতি ব্যাটমিন্টন টুনামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ খেলা করা হয়। খেলায় হৃদয়, ইমন দল জয়ী হয়েছেন।

খেলার আয়োজক কমিটির আহবায়ক আহাদ মন্ডল বলেন, মরহুম ডাঃ ফজলে আকবর ছিলেন এ এলাকার মানুষের প্রাণের ডাক্তার। ওনার কারনে অনেক মানুষ উপকৃত হয়েছেন। এ কারনে ফজলে আকবর স্মৃতিতে ব্যাটমিন্টন খেলার আয়োজন করা। তিনি বলেন,এ খেলায় ৮ টি দল অংশ গ্রহন করেন। যার মধ্যে ছিলেন, কোটচাঁদপুরের হৃদয়-ইমন,মহেশপুর বজরাপুরের অন্তর- সাঈফ,অপু-মিরাজ,সুজয়,ভালাইপুরের হায়দার-সোহেল,সাদ্দাম-শাহিন,গোবিন্দপুরের জাকির হোসেন,জীবন নগরের মাহবুব। খেলাটি সোমবার রাত ৮ টার সময় আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্ভোধন করা হয়। উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি,কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ, কনসালটেন্ট রাইসুল ইসলাম জুয়েল, উপজেলা কৃষক লীগের সহ সভাপতি আনোয়ার হোসেন মুকুল, সাংবাদিক সুব্রত কুমার, মঈন উদ্দিন।

ওই রাতেই ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় কোটচাঁদপুরের হৃদয় - ইমন দল জয়লাভ করেন। পরে জয়ীদের হাতে পুরস্কারের নগদ অর্থ তুলে দেন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ রমিজ উদ্দিন (তপু)। এ সময় তিনি আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান,এমন একটি খেলা আয়োজন করার জন্য। আশা প্রকাশ করেন সামনের দিনে তারা এমন খেলার আয়োজন অব্যহত রাখবেন।

মেহেরপুরে হেরোইন সেবনের দায়ে যুবকের কারাদণ্ড

হেরোইন সেবনের দায়ে মো: খোকা শেখ নামের এক যুবকের ১৫ দিনের কারাদণ্ড ও ২শ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম রাব্বানী এ আদালত পরিচালনা করেন। দণ্ডিত খোকা শেখ শহরের স্টেডিয়াম পাড়া আব্দুল মালেকের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, খোকা শেখ মাদক (হেরোইন) সেবন করার কথা স্বীকার করায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬ এর ৫ ধারায় তাকে ১৫ দিনের কারাদন্ড ও ২শ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাশেমের নেতৃত্বে এসআই মামুন সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে শহরের কোটপাড়া এলাকা থেকে মাদক সেবনের করার সময় তাকে আটক করে।

গাংনীতে ককটেল দিয়ে অন্যকে ফাঁসাতে গিয়ে গ্যাড়াকলে দুই জন

মেহেরপুরের গাংনীর কসবা গ্রামে ককটেল দিয়ে অন্যকে ফাঁসাতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে জিয়ারুল (৩৮) ও জহির উদ্দীন (৫৮) নামের দুই জন।

সোমবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে দুটি ককটেল ও ককটেল তৈরীর সরঞ্জামাদিসহ তাদেরকে গ্রেপ্তার করে গাংনী থানা পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকালে দুজনকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, গভীর রাতে গাংনীর কসবা গ্রামের গোলাম রসুল নামের এক ব্যক্তির বাড়ির পেছনে খড়ের গাদায় ককটেল আছে এমন সংবাদ দেয় মুসাদ আলীর ছেলে জিয়ারুল ও জারমান আলীর ছেলে জহির উদ্দীন।

সংবাদ পেয়ে এসআই রাজ্জাক ও সঙ্গীয় ফোর্স ঘটনাস্থলে গেলে সংবাদদাতা জিয়ারুল ও জহির দুজনেই ওই ককটেল বের করে দেয়। এতে সন্দেহ হলে পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। এক পর্যায়ে পুর্ব শত্রুতার জের ধরে তারা ককটেল রেখে গোলাম রসুলকে ফাঁসানোর

চেষ্টা করেছে বলে স্বীকার করে। পরে পুলিশ ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করে।

তাদের বিরুদ্ধে বিষ্ফোরক আইনে মামলাসহ মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে ।

মুজিবনগরে উপজেলা জামায়াতের আমির সহ ২ জন আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর গ্রামে নাশকতার পরিকল্পনা করার সময়ে উপজেলা জামায়াতের আমির খাঁনজাহান আলী সহ ২ সদস্যকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর গ্রামের মোশাররফ হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে উপজেলা জামায়াতের আমির বিশ্বনাথপুর গ্রামের মোজাম্মেল হোসেনের ছেলে খাঁনজাহান আলী এবং গোপালনগর গ্রামের আজিল শেখ এর ছেলে হাবিবুর রহমান কে আটক করে পুলিশ।

এ সময় তাদের কাছে থেকে বিপুল পরিমান জিহাদী বই, টাকা আদায়ের রশিদ, রেজিস্টার উদ্ধার করা হয়।

আটকদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলায় এজাহার নামীয় ২ জন ও অজ্ঞাতনামা আরো ২১/২২ জনকে আসামি করা হয়েছে।

আটক কৃতদের বিরুদ্ধে মামলার রুজু করে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে বলে জানান ওসি মেহেদী রাসেল।

দর্শনা কেরুজ ডিস্টিলারীর ফিদা হাসান বাদশাকে অব্যাহতি

দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে দৃর্নিতির রিপোর্ট প্রকাশিত হলে দর্শনা কেরুজ ডিস্টিলারী বিভাগের দায়িত্বে থাকা মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ফিদা হাসান বাদশাকে অব্যাহতি দিয়েছে চিনি ও খাদ্য শিল্প করপেরশন কতৃপক্ষ।

সোমবার (২৩ জানুয়ারী) ভারপ্রাপ্ত চীফ অফ পারসোনেল শাহরীনা তানাজ এর স্বাক্ষরিত ৩৬.০৪.০০০০.০১১.
১৯.০০১.১৮.১৪১ নং স্বারকে অব্যাহতির বিষযটি নিশ্চত করে।

পুনরাদেশ না দেওয়া পযর্ন্ত বিএসএফআইসি’র অধীনে কেরু এ্যান্ড কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেডের মহাব্যাবস্থাপক ফিদা হাসান বাদশাকে বর্তমান বেতনক্রমে নামের পার্শ্বে উল্লেখিত পদ থেকে অব্যাহতি দেয়।

এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে “স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক” পত্রিকায় নিয়োগপত্র ছাড়াই মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদে ফিদা হাসান বাদশা কেরুজ চিনিকলের কোষাগার থেকে নিচ্ছেন বেতনভাতা এই মর্মে পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তার পরিপেক্ষিতে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপেরশন কতৃপক্ষ নড়েচড়ে বসে এবং সরেজমিনে তদন্তে আসে। তদন্তে এসে কর্মস্থলের তার বৈধ কোন কাগজপত্র দেখাতে ব্যার্থ হয়। যে কারণে সাথে সাথে তার মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ডিস্টিলারী পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়। এ বিষয়ে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক বলেন, আজ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন থেকে তার ডিস্টিলারী মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদ থেকে একটি পরিপত্র এসেছে। পরিপত্রে মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ফিদা হাসান বাদশাকে অব্যাহতি প্রদান করে ওই স্থলে রাজিবুল হাসান ডিস্টিলারী মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদে দায়িক্তভার গ্রহন করেছে।

উল্লেখ্য, দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ডিস্টিলারী বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ফিদাহ হাসান বাদশা দীর্ঘ ১৮ বছর ঘুরে ফিরে অবস্থান করছেন একই প্রতিষ্ঠনে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন কর্তৃক ফিদাহ হাসান বাদশাকে নিয়োগ দেওয়া হয় চিনিকলের বিএমআর প্রকল্পের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (পিডি) হিসাবে। অথচ তিনি অতিরিক্ত

দায়িত্ব হিসাবে আকড়ে রাখেন ডিস্টিলারী বিভাগের প্রধান চেয়ার। ফিদাহ হাসান বাদশার পদ মর্যাদা ব্যবস্থাপক, এ পদে পদন্নোতি হলে উপ-মহাব্যবস্থাপক, তার পরের পদ মহাব্যবস্থাপক। অথচ ব্যবস্থাপক পদ থেকে তিনি মহাব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করছেন। ফলে একই ব্যাক্তি গুরুত্বপূর্ণ ২টি চেয়ার ধরে রাখায় অনেকের মধ্যে প্রশ্ন জাগে প্রকল্পের পিডি হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হলেও কি কারণে ধরে রেখেছেন ডিস্টিলারীর চেয়ার। কি মধু এ চেয়ারে? এ সংক্রান্তে পত্রিকায় রিপোর্টা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বিভিন্ন মহলে দৌড়ঝাপ শুরু করে দেন তিনি।

সুত্রে জানা যায়, দর্শনা কেরুজ চিনিকলে ২০০৫ সালে যোগদান করেন ফিদাহ হাসান বাদশা। যোগদানের পর পদন্নতি পেয়ে মিলের বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তা বাবুদের ম্যানেজ করেই ২০১৯ সালের ২৬ মে ডিস্টিলারী বিভাগে মহাব্যবস্থাপক পদে দায়িত্ব নেন। এরই মধ্যে পদন্নতি পেয়ে সদর দপ্তর থেকে চিনিকলের বিএমআরআই করণ প্রকল্পের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (পিডি) হিসেবে দায়িত্ব পান। তার মূলদায়িত্ব ওই প্রকল্পে হলেও অনৈতিক সুবিধা থাকায় ডিস্টিলারীর চেয়ার কৌশলে আকড়ে আছেন।

সূত্রে আরও জানা যায়, ডিস্টিলারী বিভাগে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার মালামাল ক্রয় হয়ে থাকে। পাশপাশি কয়েক শত কোটি টাকার মদ বিক্রি। পদাধিকার বলে ডিস্টিলারীরে মালামাল ক্রয় কমিটিতে তার যাচাই বাচাই এবং দেখভাল করার গুরুদায়িত্ব থাকে। অভিযোগ রয়েছে, প্রত্যেকটি মালামাল ক্রয় কমিটিতে তার সক্রিয় অবস্থান থাকে। যার ফলে সরবরাহকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠনের সাথে বিশেষ সখ্যতাও রয়েছে ফিদাহ হাসান বাদশার। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে সুবিধা গ্রহনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে নিন্মমানের মালামাল সরবরাহের সুযোগ করে দেন তিনি। এতে প্রতিষ্ঠানের লোকসান হলেও আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বনে গেছেন বাদশা। ডিষ্টিলারীর ক্রয় দুর্নিতি রোধে তার অপসারণ জরুরী বলে সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীরা মনে করেন।

দীর্ঘদিন একই চেয়ারে থাকলে অনেকের সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠার সুবাদে দুর্ণিতি সিন্ডিকেট তৈরী হয়েছে। চিনিকলের শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি ডিষ্টিলারীর চেয়ার ছেড়ে দিয়ে বিএমআরআই প্রকেল্পর মূলদায়িত্ব যেন গ্রহণ করেন ফিদাহ হাসান বাদশা। তাহলে অনেকাংশে দূর্নিতি কমে যাবে এ বিভাগে।

এ সংক্রান্ত রিপোর্ট পত্রিকায় প্রকাশের পরিপেক্ষিতে বাংলাদেশ

চিনি ও খাদ্য শিল্প করপেরশন কতৃপক্ষ নড়েচড়ে বসে এবং সরেজমিনে তদন্তে আসে। তদন্তে এসে কর্মস্থলের তার বৈধ কোন কাগজপত্র দেখাতে ব্যার্থ হয়। যে কারণে সাথে সাথে তার মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ডিস্টিলারী পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়। যে করণে গতকাল সোমবার চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন থেকে তার ডিস্টিলারী মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদ থেকে একটি পরিপত্র এসেছে। পরিপত্রে মহাব্যবস্থাপক (জিএম) ফিদা হাসান বাদশাকে অব্যাহতি প্রদান করে ওই স্থলে রাজিবুল হাসানকে ডিস্টিলারীর মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদে দায়িক্তভার গ্রহণের আদেশ প্রদানের কথা জানানো হলে বাদশাকে অব্যাহতি দিয়ে রাজিবুলকে দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে বলে জানান দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি অনুমোদন

আরিফুল ইসলাম সোবহানকে আহবায়ক ও বারিকুল ইসলাম লিজনকে সদস্য সচিব করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রস্তুতি কমিটি অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র।

২১ জানুয়ারি স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গাজী মেজবাউল হোসেন সাচ্চু ও সাধারণ সম্পাদক আফজালুর রহমান বাবু এ প্রস্তুতি কমিটির অনুমোদন দেন। এ কমিটিকে আগামী ৩ মাসের মধ্যে কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দদের সাথে সমন্বয় করে সম্মেলন সফল করতে প্রয়োজনে উপকমিটি গঠণ করারও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

বাকি সদস্যরা হলেন- কামাল হোসেন জুয়েল, শোয়েবুর রহমান, মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন, আমিনুল ইসলাম খোকন, মিজানুর রজমান হিরন, মতিউর রহমান, জুয়েল রানা, শেখ মো: শরিফ রেজা পান্না, রাশেশদুল ইসলাম আনন্দ, তৌহিদুল ইসলাম তৌহিদ, হানিফ খান,জীবন আকবর, রেজাউল করিম, শাহরিয়ার হাসান, রবিউল ইসলাম, মোস্তাফিজুর

রহমান তুহিন, শেখ সাদিক, রুবেল হোসেন, আশরাফুল ইসলাম।

দর্শনায় ভোক্তা অধিকারের অভিযানে ৪ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

দর্শনায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ভ্রাম্যমান অভিযান চালিয়ে ৪ প্রতিষ্ঠানের ১৯ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

সোমবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা পুরাতন বাজার দোয়েল চত্তরে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

দর্শনা পুরাতন বাজার দোয়েল ফার্মেসীর মালিক মোঃ হায়দার আলীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ রাখার অপরাধেভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫১ ধারা মোতাবেক ১০.০০০(দশ) হাজার জরিমানা আদায় করে।

পুরাতন বাজার মাস্টার ফার্মেসীর মালিক মোঃ আবু সাঈদকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫১ ধারায় ৫ হাজার টাকা, পুরাতন বাজারে অবস্থিত সুমন ফল ভান্ডারের মালিক মোঃ সুমন আলীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫১ ধারা মোতাবেক ৩ হাজার টাকা এবং মোমিন ফল ভান্ডারের মালিক মোঃ মমিন আলীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫১ ধারা মোতাবেক ১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমান অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ সজল আহমেদ। অভিযানে সহযোগিতা করেন দর্শনা থানা পুলিশ একটি দল।

চুয়াডাঙ্গায় জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকীর আলোচনা সভা ও শীতবস্ত্র বিতরন

বাংলারদেশ জাতীয়তাবাদি কৃষক দল চুয়াডাঙ্গায় জেলা শাখার আয়োজনে জিয়াউর রহমানের ৮৭ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার (২৩ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ৩ টার দিকে রজব আলী সুপার মার্কেটে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির কার্যালয়ে জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মোকাররম হোসেনের সভাপতিত্বে অনুাষ্ঠিত আলোচনা সভা ও শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির অন্যতম সদস্য খন্দকার আব্দুল জব্বার সোনা।

জেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব ও ইউপি চেয়ারম্যান তবারক হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কৃষকদলের যুগ্ন আহ্বায়ক আরিফ হোসেন জোয়ার্দ্দার সোনা, তরিকুল আলম জোয়ার্দ্দার বিলু, জেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক শফিকুল হেলার পিটু, বিএনপি নেতা সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ইদ্রিস আলী।

জিয়াউর রহমানের জন্ম বার্ষিকীর আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে শীতার্থ দুস্থ মানুষদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।